আজকের কাগজ

তারিখ 24 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ছাত্রলীগের বাধার মুখে

তল্লাশির জন্যে এসএম হল ঘেরাও করেও পুলিশ ঢুকতে পারলো না

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদকঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল তল্লাশির জন্যে পুলিশ গতকাল বুধবার সকালে হলে যায়। কিন্তু ছাত্রলীগের (আ-অ) বাধার মুখে পুলিশ হলে ঢোকেনি।

গতকাল বেলা সাড়ে দশটায় তল্লাশির উদ্দেশ্যে জহরুল হক হলের বর্ধিত অংশে (টিনশেড) থেকে পলাশী হয়ে বৃটিশ কাউন্সিল পর্যন্ত সলিমুল্লাহ হলের তিনদিক ঘেরাও করে। এ খবর পেয়ে ছাত্রলীগের (আ-অ) একটি মিছিল মধুর ক্যান্টিন থেকে সলিমুল্লাহ হলে আসে এবং পুলিশী তল্লাশির বিরুদ্ধে হল এলাকায় মিছিল করতে থাকে। এদিকে জহরুল হক হলের বর্ধিত অংশে পুলিশ ঢোকার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের (আ-অ) জহরুল হক হল শাখার কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পুলিশকে ঐ স্থান ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু ঐ স্থান ত্যাগ করতে অস্বীকৃতির পর পুলিশের উপর ইটপাটকেল ছোঁড়া শুরু হলে পুলিশ এখান থেকে সরে যায়। এরপর ছাত্রলীগ কর্মীদের অব্যাহত প্রতিবাদের মুখে পুলিশ সলিমুল্লাহ হল সংলগ্ন রাস্তা থেকেও সরে যায়।

এ ব্যাপারে সলিমুল্লাহ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামরুল আহসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সকালে পুলিশ সলিমুল্লাহ হল ঘেরাও করেছিলো কিন্তু তারা হল এলাকায় প্রবেশ করেনি।

এদিকে সলিমুল্লাহ হলে পুলিশী তল্লাশির চেষ্টার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (আ-অ) গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল ও অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করেছে। আওয়ামী লীগ সমর্থক এ ছাত্র সংগঠনের সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা গোলাম মোস্তফা সুজন ও কামরুজ্জামান আনসারী। নেতারা বলেন, অনার্স ফাইনাল এবং মাস্টার্স পরীক্ষা আসন্ন। এ সময় কয়দিন পরপর সলিমুল্লাহ হলে পুলিশী তল্লাশি চালিয়ে পরীক্ষার্থীদের হয়রানি করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে হলে হলে পুলিশী হয়রানি বন্ধ করার জন্যে নেতারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আহবান জানান।

এছাড়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

মধুর কেন্টিনের সামনে অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা হাবিব-উন-নবী সোহেল ও আলী আক্কাস নাদিম। নেতারা খালেদা জিয়ার প্রতি অশালীন বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্যে ছাত্রলীগের (আ-অ) নেতাদের প্রতি আহবান জানান। নেতারা পরিবেশ পরিষদের নীতিমালা মেনে চলার জন্যেও ছাত্রলীগের (আ-অ) প্রতি আহবান জানান।

ডাকসু ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা রোকনুজ্জামান রোকন ও সুজাত মনসুর। নেতারা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন একটি অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছে। বাইরে থেকে অস্ত্র আসছে, মাস্তান আসছে, হলে হলে চলছে সশস্ত্র ব্যক্তিদের প্রকাশ্য মহড়া। নেতারা দলনিরপেক্ষ-ভাবে সন্ত্রাসকারীদের গ্রেপ্তার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে সরকারের প্রতি আহবান জানান। এর আগে জোটের ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশের সমর্থনে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।